সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দা.বা. এবং
হযরত মুফতী শামসুদ্দিন জিয়া দা.বা.-এর সঙ্গে
সফরের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে রচিত

সোহবতের গল্প

মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

সোহবতের গল্প
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং ৪১), ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
01733211499

উত্তরা বিক্রয়কেন্দ্র : বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৭ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা প্রিন্ট শপার, ঢাকা; +৮৮০১৭১০৯০৮৬৯৩
প্রথম প্রকাশ :মুহাররম ১৪৩৯ / অক্টোবর ২০১৭
প্রচ্ছদ ■ কাযি যুবায়ের মাহমুদ; +৮৮০৮৩০৩৩৮১০৫
প্রুফ সংশোধন : তৈয়বুর রহমান
ISBN : 978-984-92291-4-8

মূল্য ■ তিন শত টাকা মাত্র
USD 19.99

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাদেরকে এ দুনিয়াতে মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুসলমান বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত করেছেন। ইসলামের মতো এক অপূর্ব দ্বীন দিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখার তাওফীক দিয়েছেন। তাদের খেদমত করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

বক্ষমান গ্রন্থে সমকালীন দু'জন প্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্ব প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম (খলীফা, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহ. এবং হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.) এবং হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া সাহেব দামাত বারাকাতুহুম (খলীফা, হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ., হযরত মাওলনা আলী আহমাদ বোয়ালভী রহ. এবং হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি দা.বা.)-এর সঙ্গে সোহবতের কিছু ঘটনা লেখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে আমাকে এই দুই মহান বুযুর্গের সোহবতে থাকার তাওফীক দিয়েছেন, দিচ্ছেন। আল্লাহওয়ালাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনেকের ধারণা অত স্বচ্ছ নয়। ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারদের বেশিরভাগ আরও বেশি বিভ্রান্তিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। তারা একদিকে উলামায়ে কেরামের সোহবত থেকে

যেমন দূরে থাকে, তেমনি সত্যিকার আল্লাহওয়ালাদের সোহবত থেকেও বঞ্চিত। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ একশ্রেণির উচ্চশিক্ষিত মুসলমান ভণ্ডদের পাল্লায় পড়ে ঈমানহারা হয়ে যাচ্ছে। আর তাদের দেখে আরেক শ্রেণির বুদ্ধিজীবিরা পুরো উলামায়ে কেরাম ও আল্লাহওয়ালাদের বিরদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। অথচ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচরণে পরিছন্নতা এবং সার্বিকভাবে ইসলামের সৌন্দর্য প্রচার-প্রসারে তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ছাড়া ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারদের ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস যেমন ঠিক হওয়া প্রায় অসম্ভব, তেমনি তাদের আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জনও অনেক কষ্টসাধ্য বিষয়। এ কিতাবের ঘটনাগুলো সার্বিকভাবে তাদের সম্পর্কে ধারণাকে উন্নত ও আত্মস্থ করার জন্যই লেখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ লেখাকে কবুল করুন এবং লেখকের নিয়ত ও অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দেন।

ইতিমধ্যে *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের একটি বয়ান সংকলন *মুমিনের সফলতা* প্রকাশিত হয়েছে যেখানে সংক্ষিপ্তাকারে তার জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। আর প্রফেসর হযরতের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে *একজন আলোকিত মানুষ* ছাপা হয়েছে। তবু নতুন পাঠকদের জন্য তাদের জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে এখানে দেওয়া হলো।

প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দা.বা.

প্রফেসর হযরত ৯ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে মুন্সিগঞ্জের নয়াগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম ইয়াসিন সাহেব তাকে মসজিদের

ইমাম, মুয়ায্যিন, মক্তবের উস্তাদসহ অন্যান্য দ্বীনি কর্মে সংযুক্ত ব্যক্তিদের খেদমতে নিয়োজিত করেন। প্রফেসর হযরত ছোটবেলায় গ্রামের মকতবে কুরআন শিক্ষার জন্য একজন মহান উস্তাদ পেয়েছিলেন। তার নাম মকবুল হুসাইন রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তার তাকওয়া এবং পরহেজগারীর কথা প্রফেসর হযরত এখনো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠেন।

তিনি ঢাকার ইসলামিয়া হাই স্কুল থেকে ১৯৫৫ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় একুশতম স্থান অর্জন করে প্রথম বিভাগে এবং ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে ইন্টারমিডিয়েটে তেরোতম স্থান দখল করে প্রথম বিভাগে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পাশ করেন। পরবর্তীতে বুয়েট থেকে ১৯৬১ সালে সপ্তম স্থান অর্জন করে প্রথম বিভাগে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর তিনি সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে দুই বছর এবং ইংলিশ ইলেক্ট্রিক কোম্পানিতে প্রায় ছয় বছর চাকুরি করার পর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এ ১৯৬৯ সালে এসিস্টেন্ট প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে বুয়েট থেকে এসিস্টেন্ট প্রফেসর হিসেবেই অবসর নেন। তারপর ওআইসির একটি প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি)-তে আরও সাত বছর এসিস্টেন্ট প্রফেসর হিসেবে ছিলেন। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন আইইউটিতে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তাবলীগ জামাআতে তিনি অনেক সময় লাগিয়েছেন। ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তানে তিন চিল্লায় সময় লাগান। উক্ত সফরে তিনি হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তাবলীগে সময় লাগানোর সাথে সাথে ইমাম গাজালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির লিখিত কিতাবাদি পাঠ করার ফলে তার মধ্যে দ্বীনের প্রতি আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পায়। তখন তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আলতাফ হোসেন সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে হাজির হয়ে কোন হাক্কানী পীরের নিকট মুরীদ হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তার পরিবারের মুরুব্বীগণ তখন ফুরফুরার পীর সাহেবের নিকট বাইআত ছিলেন। তার এ কথা শুনে হযরত মাওলানা আলতাফ হোসেন সাহেব তাকে হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট নিয়ে যান এবং তখন তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বাইআত হন। হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট মুরীদ হওয়ার পর হযরতের বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বার বার হযরতের খেদমতে তাকে বেশি বেশি অগ্রসর করে দেন। ফলে হযরতের খাদেম হিসেবে হজের পবিত্র সফর ছাড়াও বিভিন্ন দেশে সফর করার সৌভাগ্য হয় এবং হযরতের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

দ্বীনের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর আরেক অলী হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহিরও বিরাট অবদান রয়েছে। কারণ তার সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা, তার নিজের আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা এবং কুরআনে এত ব্যাপক পরিচিতির সূচনা তার মাধ্যমেই হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পর হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি

আলাইহির সর্বশেষ খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সম্পর্কিত হন। ইসলামী জ্ঞানে এত পারদর্শী এবং প্রজ্ঞাবান হয়েও নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি নিজে আলেম নই। উলামায়ে কেরামের জুতা বহন করতে পারাটাও আমি নিজের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করি। আলেমদের কাছ থেকে কুরআন-হাদীসের আলোচনা শুনে সেগুলোই নকল করে থাকি। এক্ষেত্রে আমার কোনো ভুল-ভ্রান্তি কারও দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে বললে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো সংশোধন করে নেব এবং তার প্রতি চির-কৃতজ্ঞ থাকব।' এজন্য তার ইখলাসপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বয়ানে যে অনুভূতি শ্রোতাদের অন্তঃকরণে ব্যাপৃত হয়, দীর্ঘ সময়ের অনেক আকর্ষণীয় জ্বালাময়ী বক্তৃতায়ও তা হয় না।

হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া সাহেব দা.বা.

হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশের অন্যতম একজন ফকীহ, সমকালীন ইসলামী চিন্তাবিদ এবং প্রসিদ্ধ ইসলামী অর্থনীতিবিদ। জন্ম ১৯৫৪ সালে। চট্টগ্রাম জেলায় বাঁশখালী থানার প্রেমাশিয়া গ্রামে। সাত বছর বয়সে হযরতের শিক্ষাজীবন শুরু। তার পিতা তাকে প্রথমে স্কুলে ভর্তি করে দেন। প্রেমাশিয়ার জনাব নুরুজ্জামান সিকদারের প্রাইমারী স্কুল। হযরতের মেধা ছিল প্রখর। দ্রুত তিনি শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে চারিদিকে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এসময় বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ বাড়িতে এসে ভিড় করেন। তারা হযরতকে তাদের স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য পিতাকে অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু মায়ের ইচ্ছা ছিল ব্যতিক্রম। তিনি তাকে মাদরাসায় পড়ানোর জন্য পূর্ব থেকেই মনস্থির করে রেখেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা সেই ইচ্ছা এমনভাবে পূরণ করেন, যা হয়তো তিনি নিজেও কল্পনা করেননি।

হযরত প্রাইমারী শিক্ষার পাশপাশি দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য প্রত্যহ সকালে স্থানীয় কাসেমুল উলুম মাদরাসায় পবিত্র কুরআনসহ জামাতে দাহুমের কিতাবগুলি পড়তেন। মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি হাই স্কুলে ভর্তি না হয়ে চট্টগ্রাম ষোলশহরস্থ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এটা ছিল ১৯৬৭ সালের ঘটনা। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এবং পরে তিনি আরও কয়েকটি মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়ায় জামাতে পানজুম থেকে দাওরায়ে হাদীস, *তাখসুস ফিল ফিকহিল ইসলামী* তথা ফিকাহ শাস্ত্রের উচ্চতর স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। উল্লেখ্য ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ইত্তেহাদুল মাদারিসের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত দাওরায়ে হাদীসের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ইত্তেহাদ কর্তৃক বৃত্তি লাভ করেন এবং ১৯৭৭ সালে ফিকহ শাস্ত্রের বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আবারো প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কক্সবাজার জেলার মহেশখালী থানাধীন গোরক ঘাটা ইসলামিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্ম জীবনের সূচনা হয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ১৯৭৮-১৯৮০ পর্যন্ত ঐ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৮১ সালে শাইখুল আরব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইউনুছ সাহেব রহ.-এর বিচক্ষণ দৃষ্টি তাঁর উপর পড়ে। তিনি তাকে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রথম থেকেই *তাখাসুস ফিল ফিকহীল*

ইসলামী বিভাগের নায়েবে মুফতি ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পান। তখন থেকেই তিনি একাগ্রচিত্তে উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে যাচ্ছেন।

বর্তমানে তিনি আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়ার শিক্ষা পরিচালক, মুফতি, মুহাদ্দিস এবং ইসলামী আইন ও গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। তিনি যুগপৎভাবে বাংলাদেশের বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া তথা কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কেন্দ্রীয় *দারুল ইফতা* এবং বাংলাদেশ আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত *ইসলামী গবেষণা পরিষদ বাংলাদেশ*-এর অন্যতম সদস্য। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের শরীয়াহ কাউন্সিলের মেম্বার হিসেবে এবং আরও কয়েকটি ব্যাংকের ইসলামী কর্মকাণ্ডে জড়িত আছেন।

উল্লেখ্য, কিতাবটিতে দু'জন বুযুর্গের ঘটনা লেখা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই যে কোনো একজনের ঘটনা আগে লিখতে হবে। আমার জন্য এ কাজটা কঠিন হয়ে গেল। কিতাবটি প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রফেসর হযরতের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। অনুমতি পাওয়ার পর আমি তাকে বললাম, 'হযরত! আমি একটু দ্বিধান্বিত আছি।' তিনি বললেন, 'কেন?' আমি বললাম, 'আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না যে, আপনাদের দু'জনের মধ্যে কার ঘটনা আগে দেব।' তিনি বললেন, 'একজনেরটা দিলেই হলো। তবে তোমার মনে যদি খটখট লাগে, তাহলে লটারী কর। যার নাম উঠবে, তার ঘটনাই আগে দিবে।' হযরতের এ কথায় আমার সন্দেহ দূর হয়ে গেল। আমি পুরো কিতাবটি আবার নতুন করে সাজালাম। প্রফেসর হযরতের ঘটনাগুলো

আগে দিলাম। তারপর মনে হলো তিনি তো লটারী করতে বলেছিলেন। এটা না করেই বই সাজিয়ে ফেললাম! সুতরাং লটারী করা হলো। এসময় আমার মা পাশে ছিলেন। একটা ছোট সিরামিক্সের পাত্রে দুটো নাম লিখে ঢেকে দিলাম। তারপর আমার মাকে একটা কাগজ উঠাতে অনুরোধ করলাম। তিনি উঠালেন। প্রফেসর হযরতের নাম উঠল। আমার বিস্ময়ের সীমা থাকল না।

কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সমকালীন বিজ্ঞ ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুহাম্মাদ রিজওয়ানুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম প্রফেসর হযরতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলো সম্পাদনা করে দিয়েছেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম পুরো কিতাবটি খুব যত্ন সহকারে দেখে দিয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল। আল্লাহ তা'আলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা

১০ অক্টোবর ২০১৭

ভালোবাসি বলেই তাকিয়ে থাকি...
বৃষ্টি ভেজা কাকের মতো নিরীহ চোখে
কোকিলের ডাক শোনার আশায় থাকি।
ভালোবাসি বলেই তোমার কথা শুনতে চাই
একটু হাসি, এক চিলতে দৃষ্টি আর কাছাকাছি বসতে চাই
আমার অপেক্ষার প্রহর বাড়তে থাকে, আশা শেষ হয় না...

একদিন যে তুমি আমাকে ভালোবাসবেই!

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান
দা.বা.-এর সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনা

- চাকুরি ছাড়ার গল্প ১৯
- রসিক রাহবার ২৪
- সততা ৩০
- মাদরাসা পরিদর্শন ৩৪
- সম্মানিত ক্রেতা ৪০
- থেরাপিস্টের থেরাপি ৪৫
- নো ফুড, নো ড্রিঙ্ক ৪৯
- একজন হাজী সাহেব ৫৩
- বিচ্ছিন্ন ঘটনা ৫৬
- গরিবানা জীবন ৫৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া দা.বা.-এর
সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনা

- আল্লাহওয়ালার সন্ধানে ৬৫
- নারীর ছবি ৬৯
- একজন মাতাল অফিসার ৭৩

- উন্নতি-অবনতি ৭৮
- মালফুজাতে বোয়ালভী রহ. ৮১
- এলহাম ৮৭
- নিখুঁত গন্তব্য ৯১
- জিয়াউশ শামস - ১ ৯৫
- বরকত ৯৮
- জিয়াউশ শামস-২ ১০১
- বুযুর্গদের আমল ১০৪
- জিয়াউশ শামস-৩ ১০৯
- মেহমানের সম্মান ১১১
- প্রথম বয়ান ১১৪
- জিয়াউশ শামস - ৪ ১১৮
- স্বপ্ন ১২২
- জিয়াউশ শামস - ৫ ১২৫
- ফতওয়া ১৩১
- জিয়াউশ শামস - ৬ ১৩৫
- এক বুযুর্গের সাক্ষাত ১৩৮
- জিয়াউশ শামস - ৭ ১৪১

প্রথম অধ্যায়

প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুমের সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনা

চাকুরি ছাড়ার গল্প

চাকুরি নিয়ে সমস্যা হয় না, এমন মানুষ কম। টুকটাক সমস্যা হয়ই। মানুষ গোলামীর মাত্রা ঠিক করতে পারে না। এজন্য চাওয়া-পাওয়ারও মাত্রা ঠিক থাকে না। আল্লাহর গোলামী না করলে অনেক চাকুরিদাতা খুশি হয়। তাদের খুশি করতে করতে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়। তখন আর ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকে না। টাকার হিসেবটাই বড় হয়ে ওঠে। সমস্যা সৃষ্টির জন্য এর চেয়ে বড় উপকরণ আর নেই। খুব ভালো বোঝা-পড়ার মধ্যে কম অফিসই চলে। সরকারী অফিসে এ অবস্থা খুবই করুণ। হুকুম আছে তো আমল নেই। এক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর চিত্র ভিন্ন। একতরফা হুকুমজারি। জানবাজ চাকুরিতে হুকুম মানা ছাড়া গোলামের অন্য কিছু করার সুযোগ নেই।

আমার আর হুকুম মানতে ইচ্ছে করছে না। চাকুরি ছেড়ে দেব। সিদ্ধান্ত ফাইনাল। দীর্ঘ বাইশ বছরের চাকুরি। আর ক'টা বছর করলেই ফুল পেনশন পাব। আমাকে ফুল পেনশন টানছে না। এক মুহূর্তও না। চাইলে তো আর ছাড়া যায় না। অনেক

প্রসিডিউর। সবচেয়ে বড় চিন্তা প্রফেসর হযরতকে নিয়ে। তার অনুমতি ছাড়া কিছু করা মুশকিল। এর আগে একবার চাকুরি ছেড়েছিলাম। তখন হযরত বললেন, 'চাকুরি ছেড়ে দিলে আমাদের সঙ্গে আর চলতে পারবে না। তাড়াতাড়ি উইথড্রো কর।' ভয়ে সেই যে উইথড্রো করলাম, তারপর দশ বছর চলে গেছে। এখন মনে হচ্ছে আর পারছি না। ছেড়েই দিতে হবে। অগত্যা হযরতের অনুমতির ভিখেরি হলাম।

এবার হযরত সরাসরি কিছু বললেন না। আমাকে মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে নিয়ে গেলেন। ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরায়। গেলাম। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের খাস কামরা। আমরা তিনজন বসে আছি। প্রফেসর হযরত বললেন, 'আদম আলী নেভীর চাকুরি ছেড়ে দিতে চায়।' মুফতী সাহেব বললেন, 'কেন? চাকুরি আল্লাহর নেয়ামত। এটা ছাড়তে নেই। হ্যাঁ, যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনো সুযোগ থাকে, তাহলে মানুষের গোলামী করার দরকার নেই। আর যদি ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা চাকুরি ছাড়াই রিযিকের নিশ্চিত কোনো ব্যবস্থা থাকে এবং এ সময়টা কোনো আল্লাহওয়ালার সান্নিধ্যে কাটানোর নিয়ত থাকে, তাহলে চাকুরি ছাড়া যেতে পারে।' কথা শেষ। হযরত আমাকে নিয়ে আবার উত্তরার পথ ধরলেন।

ফজর পড়েছিলাম বসুন্ধরায়। এজন্য উত্তরা থেকে অনেক ভোরে রওনা হতে হয়েছিল। ড্রাইভার ছিল না। হযরতের মাইক্রোবাস আমি চালিয়ে এসেছি। হযরত আমার পাশে বসেছিলেন। এখনো একইভাবে ফিরছি। আমি গাড়ি চালাচ্ছি। একসময় আমি বললাম, 'হযরত! মুফতী সাহেব তো চাকুরি ছাড়তে বলেছেন। আমার তো রিযিকের ব্যবস্থা আছে।' হযরত

তখন বলে উঠলেন, 'না। মুফতী সাহেবের প্রথম কথার উপর আমল কর।' মানে চাকুরি আল্লাহর নেয়ামত। এটা ছাড়তে নেই!

আকাশের দিকে দৃষ্টি দিলেই সব দেখা যায় না। টেলিস্কোপ লাগে। তাতেও দেখার কিছু হয় না। টেলিস্কোপে ব্লাকহোল ধরা পড়ে না। মানুষের হৃদয় আকাশের চেয়েও বড়। এখানে ব্লাকহোলের মতো কিছু কষ্ট জমা থাকে। কেউ টের পায় না। নিঃশব্দ কষ্টের মাত্রা বাড়তেই থাকে। আমি হযরতের ঐ কথার উপর আমল করতে পারিনি। চাকুরি ছেড়েই দিলাম।

এখন হযরতের সঙ্গে দেখা করার পালা। ইতিমধ্যে খবর ছড়িয়ে গেছে। হযরতের কানেও গিয়েছে। শুধু দেখা হয়নি। ভয়ে দেখা করতে যাওয়া হচ্ছে না। যে মুরিদ শায়েখের কথা শোনে না, সেই মুরিদের অবস্থা ভয়ের। এ ভয় অনেক কঠিন। যার সঙ্গে থাকার জন্য চাকুরি ছেড়েছি, এখন যদি তিনি ফিরিয়ে দেন, তাহলে তো স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার। আর ভাঙ্গা স্বপ্ন সহজে জোড়া লাগে না। একদিন সাহস করে সাহসী হয়ে উঠলাম।

মাদরাসায় ফজরের পরের সেশন চলছে। ছাত্র-অভিভাবকদের জন্য নির্ধারিত সময়। কুরআন তিলাওয়াত, সাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকে তা'লীমসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়মিত চলে। প্রতিদিন একই রুটিন। হযরতকে পাওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। আমি ঠিক সময়েই হাজির হলাম। আমাকে পেছন থেকে ডেকে সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। হযরতের চোখে চোখ পড়তেই তিনি বলে উঠলেন, 'আদম আলী চাকুরি ছেড়ে দিয়ে এসেছে। এখন *আলহামদুলিল্লাহ* বলব না *ইন্নালিল্লাহ* বলব?'

ছাত্র-অভিভাবকদের অনেকে সমস্বরে বলে উঠল, 'হযরত! আলহামদুলিল্লাহ বলেন।' হযরত *আলহামদুলিল্লাহ* বলে হেসে দিলেন। আমি এ দরবারে গৃহীত হয়ে গেলাম। খুশিতে আমি কেঁদে উঠিনি। প্রাপ্তির আনন্দে বিস্মিত বিমুঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কিছু ছাড়লেই কিছু পাওয়া যায়। আল্লাহওয়ালাদের ভালোবাসার চেয়ে সেরা পাওয়া আর কি!

টীকা : চাকুরি ছাড়ার ব্যাপারে আমাদের আকাবিরদের অনেক ঘটনা আছে। আমি আমার চাকুরি ছাড়ার আগে এসব ঘটনা

জানতাম না। চাকুরি ছাড়ার অনেক পরে *মাজালিসে যাকারিয়া* কিতাবে একটি মজার ঘটনা পড়ার সুযোগ হয়।[১] এ ঘটনার সঙ্গে প্রফেসর হযরতের আচরণের খুব মিল পাওয়া যায়। এজন্য ঘটনাটি নিচে উল্লেখ করা হলো।

> হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কানপুরে চাকুরি করেছেন। সেখানে থাকাবস্থায় তিনি হযরত রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, 'আমি এখানকার চাকুরি ছেড়ে দিতে চাই।' হযরত তাকে নিষেধ করলেন। কিছুদিন পর তিনি পুনরায় উক্ত অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখলেন। এবারও হযরত নিষেধ করলেন। শ্রদ্ধেয় আব্বাজান (হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তখন নিবেদন করলেন যে, 'হযরত! তিনি যখন চাকুরি ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন, তাহলে আপনি কেন নিষেধ করছেন?' উত্তরে হযরত বললেন, 'তুমি তোমার পক্ষ থেকে এ পরামর্শ জানিয়ে দাও। আমি তো সবসময় নিষেধের পক্ষেই রায় দেব।' তৃতীয় পত্রে হযরত থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার সংবাদ জানিয়ে বললেন যে, থানাভবনে চলে এসেছি। তখন হযরত গঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ কথা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং অন্তর থেকে দু'আ জানালেন।

[১] হযরত যাকারিয়া সাহেব কান্ধলবী রহ., *মাজালিসে যাকারিয়া*, পৃ. ২০৬-২০৭ (মাকতাবাতুত তাকী, ঢাকা, ২০১৬)

রসিক রাহবার

■ ১। রসিক রাহবার। বয়স্ক মানুষ। চুল-দাড়ি সব সাদা। বয়স সম্ভবত সত্তর পেরিয়েছে। এ বয়সে এরকম রসিকতা করা যায়, প্রথম দেখলাম। কঠিন রসিকতা। দুই কিলোমিটার বলে বলে বাইশ-তেইশ কিলোমিটার দূরে নিয়ে এসেছেন।

নরহরিপুর গ্রাম। কুমিল্লা বাইপাস থেকে চাঁদপুরের রাস্তা। সেখান থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে মুদাফরগঞ্জ বাজার। এ বাজার থেকে বায়ের সরু পথে আরো বার কিলোমিটার। সেখানে পৌঁছে তিনি প্রফেসর হযরতকে বলছেন, 'স্যার, আমি কি খুব খারাপ রাহবার? দুই কিলোমিটার বলে বলে বার কিলোমিটার নিয়ে এলাম। আমি কি খুব খারাপ রাহবার স্যার?'

'মোটেও না।' হযরত জবাব দিলেন। এ কথায় সবাই হেসে উঠল। তখন থেকে লোকটার নামই হয়ে গেল *দুই কিলোমিটার*।